হইবে ; তদ্ভিন্ন পুণ্যাদি উদ্দেশ্যে কূপ ও আরামাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ হইতে পারে না। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ণিতপ্রকারে সৎসঙ্গের সর্ব্বসাধনসাপেক্ষত্ব বর্ণিত হইয়াছেন। পুনরায় ১১।১২ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গের স্বতন্ত্রভাবে যথেষ্ট ফলদাতৃত্ব এবং সর্ব্বসাধন ও অপেক্ষায় সাধুসঙ্গের পরম সামর্থ্য বলিবার জন্য পরম গুহ্যবিষয় উপদেশ করিয়াছেন—"অথৈতৎ পরমং গুহ্যং শৃন্বতো যদুনন্দন। সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃদ্ সখা"। হে যদুনন্দন উদ্ধব। অনন্তর আমার নিজমুখের কথা শুনিতে সমুৎসুক তোমার নিকটে এই পরম গোপনীয় সুগোপ্য কথাও বলিব ; যেহেতু তুমি আমার ভৃত্য সুহৃদ্ ও সখা। পূর্ব্বে ১১।১১ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গের এতাদৃশ মহিমার কথা উল্লেখ করা হয় নাই। এই ১১।১২ অধ্যায়ে সাধুসঙ্গ যে অতি সুগোপ্য এবং পরম গুহ্য, তাহাই বলিতেছেন—ন রোধয়তি ইত্যাদি শ্লোকে। উক্ত 'ত্যাগ' শব্দের অর্থ সন্ন্যাস, দক্ষিণা সৎপাত্রে দানমাত্র যজ্ঞ, দেবপূজা, ছন্দ, রহস্যমন্ত্র, সৎসঙ্গ যেমন আমাকে বশীভূত করে, যোগ প্রভৃতি তেমন আমাকে বশীভূত করিতে পারে না। অধিক কি আত্মানাত্মবিবেক প্রভৃতিও আমাকে তেমন বশীভূত করিতে পারে না—ইত্যাদি প্রকার অন্বয় বুঝিতে হইবে। অতএব এস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—"তেমন বশীভূত করিতে পারে না"—এইরূপ উল্লেখ থাকায় তাৎপর্য্যার্থে কিছু বশীভূত করিতে পারে, এইরূপ অর্থ বোধ করায়। তাহা হইলে যে সকল সাধন ভগবদ্-উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল সাধনপর অর্থই বুঝিতে হইবে। যেহেতু সাধারণ যোগাদিতে শ্রীভগবান্‌কে কিছুমাত্র বশীভূত করিতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে শ্রীধরস্বামীপাদও 'ব্রত' শব্দে একাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণবব্রত-পরই অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে একটি আশঙ্কা আসিতে পারে যে—যদি সেই একাদশী প্রভৃতি ব্রত সাধুসঙ্গের মত শ্রীভগবান্‌কে বশীভূত না করিতে পারে, তাহা হইলে একাদশী প্রভৃতি ব্রত অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজনীয়তা আছে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—"একাদশী প্রভৃতি ব্রত তেমন বশীভূত করিতে পারে না"—এইরূপ উল্লেখ থাকাতেই নিত্য এই সকল বৈষ্ণবব্রতের অকর্ত্তব্যতা বুঝায় না। যেহেতু একাদশ্যাদি ব্রত না করিলে বৈষ্ণবতাই রক্ষা পাইতে পারে না। ভক্তির কোনও একটি অঙ্গের অতিশয় ফলদানের সামর্থ্যের প্রশংসায় অন্য ভক্তি অঙ্গের নিত্যত্ব নিষেধ অসম্ভব। নহ্যগ্নিমুখতোঽয়ং বৈ ভগবান্ সর্ব্বযজ্ঞভুক্। ইজ্যেত হবিষা রাজন্ যথা বিপ্র-মুখে হুতৈঃ॥ হে রাজন। সর্ব্বযজ্ঞভুক্ শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণমুখে আহুতি-লাভে যেমন সন্তুষ্টি লাভ করেন, ঘৃতের দ্বারা অগ্নিমুখে আহুতি দানে তেমন